

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি)

৭ জুন ২০২২

চসিক মেয়রের সাথে প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তাদের মত বিনিময় সভা  
নাগরিক সেবা নিশ্চিত করতে হলে  
পরিপূর্ণ রাজস্ব আদায় ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, চট্টগ্রাম বন্দর নগরীকে সুন্দর ও নাগরিক সেবা নিশ্চিত করতে হলে পরিপূর্ণ রাজস্ব আদায় ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই। বাংলাদেশে যতগুলো সিটি কর্পোরেশন আছে তার মধ্যে চসিক সর্ববৃহত। সরকারের পক্ষ থেকে অতীতে সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন কাজে যে থোক বরাদ্দ দেয়া হতো এখন তা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়েছে। সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে উন্নয়ন কাজ ও নাগরিক সেবা দিতে হবে। সেই ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব আদায়ে শতভাগ গতিশীলতা আনতে হবে। জুন মাস হচ্ছে রাজস্ব আদায়ের চূড়ান্ত সময়। এই সময়ের মধ্যে অন্তত ৯৫% শতাংশ রাজস্ব আদায় সুনিশ্চিত করতে হবে। এখানে দায়িত্ব এড়িয়ে চলার কোন অবকাশ নেই এবং তা পরিলক্ষিত হলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আজ মঙ্গলবার বিকাল ৩ ঘটিকার সময় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের অস্থায়ী নগর ভবনের সম্মেলন কক্ষে রাজস্ব বিভাগের কর কর্মকর্তা ও উপ কর কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শহীদুল আলমের সভাপতিত্বে এতে আরোও বক্তব্য রাখেন সচিব খালেদ মাহামুদ, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট মনীসা মহাজন, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মারুফা বেগম নেলী, রাজস্ব কর্মকর্তা সামশুল তাবরীজ, মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাসেম, মো. হুমায়ুন কবির চৌধুরী ও বিভিন্ন সার্কেলের কর কর্মকর্তাগণ বক্তব্য রাখেন।

মেয়র আরো বলেন, কর ধার্য করতে গিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে অসংগতি পরিলক্ষিত হয়েছে। এই অসংগতি গুলো বিবেচনায় নিয়ে সহনশীল পর্যায়ে কর নির্ধারণ করে করদাতাদের করমুখী করার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তিনি বলেন, চসিক কোন কর এই পর্যন্ত বৃদ্ধি করে নাই তবে করের আওতা বৃদ্ধি করেছে যেমন কারো একতলা ভবন ছিল সেই ভবনটি পাঁচ তলা হয়ে গেলে চারতলা করের আওতায় আসবে। এটি কোন অবস্থায়ই কর বৃদ্ধি হতে পারে না। তিনি চসিকের ২৬টি খাতের উপর কর আদায়ের বিধিবিধান থাকলেও এখনো অনেক খাত করের আওতার বাহিরে আছে। ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ইমারত নির্মাণের ক্ষেত্রে কর আদায় করলেও চসিক তা কার্যকর করেনি। অন্যদিকে নগরীর বড় বড় টাওয়ার, প্রাইভেট হাসপাতাল, মিল/ফ্যাক্টরী ইত্যাদির সামনে অনেকেই নর্দমার উপর স্লেব নির্মাণ করলেও তা করের আওতায় আনা হয়নি। তিনি অবিলম্বে এই সমস্ত স্লেবের তালিকা তৈরী করে কর আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, নগরীতে লক্ষ লক্ষ প্রতিষ্ঠান ব্যবসা পরিচালনা করলেও অনেক প্রতিষ্ঠান ট্রেড লাইসেন্স বিহীন ব্যবসা পরিচালনা করছে। এদের তালিকা তৈরী করে ট্রেড লাইসেন্সের আওতায় আনার জন্য ও নির্দেশনা প্রদান করেন। মেয়র ইমারত খাতসহ অন্যান্য খাতগুলোকে করের আওতায় কি প্রক্রিয়ায় আনা যায় এই ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি রাজস্ব বিভাগের লোকবলের সমস্যা থাকলে তা অন্য বিভাগ থেকে এনে সমন্বয় করার জন্য প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে এই ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে আহ্বান জানান। মেয়র নগরবাসির নাগরিক সেবা নিশ্চিত ও নগরীকে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন নগরীতে রূপান্তরের জন্য যার যার অবস্থান হতে নগরবাসির প্রতি সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ জানান।

চসিকের ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত  
রাস্তা ও ফুটপাথ দখল করে ব্যবসা করার দায়ে  
৫৫ হাজার টাকা জরিমানা

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে আজ মঙ্গলবার নগরীতে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মারুফা বেগম নেলীর নেতৃত্বে সদরঘাট থানাধীন অমর চাঁদ রোডে ফুটপাথ ও রাস্তা দখল করে সাইকেল ও দোকানের পণ্য সামগ্রী রেখে জনসাধারণের চলাচলে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টির দায়ে ৭ দোকান মালিকের বিরুদ্ধে মামলা রুজু পূর্বক ২৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

একই দিন অন্য অভিযানে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট মনীষা মহাজনের নেতৃত্বে খুলশী থানাস্থ লালখান বাজার এলাকায় রাস্তা ও ফুটপাথ দখল করে ব্যবসার দায়ে ৯ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা রুজু পূর্বক ৩০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। অভিযানকালে সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটগণকে সহায়তা প্রদান করেন।

**স্বাক্ষরিত/-**

(কালাম চৌধুরী)

জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩